দৈনিক ইনকিলাব

34

তারিখ ... 22 APR 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

22 APR 1989

শিক্ষাঙ্গন

মূল্য বৃদ্ধি ও শিক্ষার উপকরণ

প্রসঙ্গঃ পাঠ্য পুস্তক ও মূল্য বৃদ্ধি

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম। শিক্ষা ব্যতীত জনসমাজ আর পানিবিহীন নদীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দেশের প্রকৃত নাগরিক হিসেবে সকলকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব অপরিসীম। তাই শিক্ষা গ্রহণ করা সবার কর্তব্য। বাংলাদেশ মূলতঃ একটি কৃষি ও গ্রাম প্রধান দেশ। শতকরা প্রায় আশি জনই বাস করে গ্রামাঞ্চলে। বেশীরভাগ লোকই দরিদ্র শ্রেণীর। এ দেশের লাখ লাখ শিশু-কিশোর আজ শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত। অর্থনৈতিক কারণে ও বাঁচার প্রয়োজনে ছোটবেলা হতেই তাদের বেঁচে থাকার যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করতে হয় বাধ্য হয়ে বিভিন্ন কাজে।

দেশের প্রায় সকল অভিভাবকই চান তাদের সন্তানদের পড়াশুনার মাধ্যমে মানুষ করে তুলতে, তাদের শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে চান। হোক সে শহর বা গ্রামাঞ্চল। আর শিক্ষালাভ এবং পড়ালেখার জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে বই-পুস্তক, খাতা, কলম প্রভৃতি। প্রতি বছরই আমাদের দেশে কাগজের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের উদ্বেগের কারণ।

সরকার প্রাথমিক শিক্ষা সহজতর করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শ্রেণীগুলোতে বই-পত্র বিনামূল্যেই সরবরাহ করেছেন। ৬ষ্ঠ হতে নবম ও দশম শ্রেণী পর্যন্ত বই-পুস্তক অভিভাবকদেরই ক্রয় করতে হয়। আমরা প্রতি বছরই লক্ষ্য করছি; পাঠ্য-পুস্তকের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক সময় কিছু কিছু বিষয় কিঞ্চিত পরিবর্তন হয়। আবার নতুন কিছু সংযোজনও হয় মাঝে মাঝে। এসব কারণে পাঠ্য-পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করা হলে বলার কিছুই থাকে না। কিন্তু যে সব বইপত্রের কোন পরিবর্তন হয় না, নতুন কিছু সংযোজনও হয় না, সেসব বই ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধির কারণ আমাদের ঠিক বোধগম্য নয়।

—মোঃ জিয়াউর রহমান জিয়া।